আন্তর্জাতিক সম্মানে ভূষিত স্বাস্থ্য ভাবনা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি

সুইজারল্যান্ড ও ফ্রান্স এর পৃষ্ঠপোষকতায় গ্যালডারমা ইন্টারন্যাশানাল প্রতিবছরই গ্যালডারমা স্কিনপ্যাক্ট পুরস্কার এর আয়োজন করে থাকে। জনস্বাস্থ্য সমস্যা, শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতমানের প্রযুক্তি প্রয়োগ, অনুন্নত দেশগুলোতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাতে সে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে তাদেরকে উৎসাহিত করার জন্যে আর্থিকমূল্য হিসেবে আমেরিকার দশহাজার জলার সহ শংসাপত্র ও মোমেন্টাম বিশেষজ্ঞ প্যানেল বিচার করে বিচারে যারা সবচেয়ে ভাল কার করে চলেছেন তাদের হাতে তুলে দেন। প্রথাগতভাবে গত ২০১৭ এর জুন মাসে তাঁরা সারা বিশ্বের বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও চিকিৎসক সংস্থাদের কাছ থেকে এ ধরণের কাজের নমুনাসহ আবেদনপত্রের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তাঁদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে বিশ্বের ১২ টি দেশ থেকে ১০৫ টি প্রজেক্ট ওয়ার্কস এর আবেদনপত্র জমা পড়ে তাঁদের কাছে-২০১৭ সালের গ্যালডারমা স্কিনপ্যাক্ট পুরস্কারের জন্যে। বিশেষজ্ঞ বিচারকমন্ডলীর বাছাইপর্ব সেরে তাঁরা ৪ টি প্রজেক্টকে বেছে নেন পুরস্কার প্রদানের জন্যে। এদের মধ্যে প্রথম হয় ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গ তথা শ্রীরামপুর থেকে স্বাস্থ্য ভাবনা ওয়েলফেয়ার 'সোসাইটি প্রদত্ত পানীয় জলে 'আর্সেনিক সমস্যা দূরীকরণে বর্ষার জল সংরক্ষণ কর্মসূচীটি উনাদের বিচারে পছন্দের তালিকায় প্রথম স্থান অর্জন করে। দ্বিতীয় হয় অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রেরিত শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচী, তৃতীয় ও চতুর্থ হয় ফিলিপাইনস থেকে পাঠানো শিশুদের নিয়ে স্বাস্থ্য উন্নয়ক বিষয়ক কর্মসূচী। স্বাস্থ্য ভাবনা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির তরফ থেকে প্রজেক্টের বিস্তারিত কর্মসূচীর উপস্থাপনা করেন সম্পাদক ডাঃ প্রদীপ কুমার দাস, এ বিষয়ে পুরস্কার বিতরণী কমিটির তরফ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয় কেরালার কোচিতে পুরস্কার গ্রহণের জন্যে। গত ২০ জানুয়ারি ২০১৮, কোচিতে পুরস্কার বিতরণী সভায় উপস্থিত ছিলেন ফ্রান্স থেকে আগত গ্যালডারমা ইন্টারন্যাশনালের অধিকর্তা ফ্রানকয়েস ব্যালানচেট, সুইজারল্যান্ড থেকে আগত মিসেস ভ্যালেরি, গ্যালডারমা মেরিটা থেকে আগত হাসেম আবদুল্লা, গ্যালডারমা ইন্ডিয়া থেকে সত্য নারায়নন। অন্যতম প্যালেন বিচারক ডাঃ সন্দীপন ধর ও স্বাস্থ্য ভাবনা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির তরফ থেকে প্রজেক্ট লিডার ডাঃ প্রদীপ কুমার দাস। ফ্রানকয়েস ব্যালেনচাটের স্বাগত ভাষণর পরে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন অন্যতম প্যানেল বিচারক ডাঃ সন্দীপণ ধর। তিনি জানান যে সারা বিশ্বজুড়ে মোট ১০৫ টি প্রজেক্টর মধ্যে থেকে ঝাড়াই বাছাই করে নেওয়া স্বাস্থ্য ভাবনা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পেশ করা পানীয় জলে আর্সেনিক দূষণে আক্রান্ত লোকেদের চামড়া সহ অন্যান্য জটিলতা দূরীকরণে আর্সেনিমুক্ত জলের সরবরাহে বৃষ্টির জলের যে গুরুত্ব রয়েছে সেই কর্মসূচীকে তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব দেন। তিনি একাজের জন্য ভূয়সী প্রশংসা করেন। স্বাস্থ্য ভাবনা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক তথা প্রজক্টে লিডার ডাঃ প্রদীপ কুমার দাস তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মাধ্যমে সারা বিশ্ব জুড়ে আর্সেনিক দূষণের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গ এমন কি পাশের দেশ বাংলাদেশের ভয়াবহ আর্সেনিক সমস্যার কথা বর্ণনা করে বর্ষার জল ধরে রেখে তা ব্যবহারের ওপর জোর দেন আর্সেনিক আক্রান্ত এলাকার জনগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে। তিনি আরও জানান যে এই উদ্দেশ্য নিয়ে তাদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচীটি তৈরি করা হয়েছে। এই কর্মসূচিটি সারা বিশ্বমানে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হওয়ার জন্যে গ্যালডারমা ইন্টারন্যাশানালের সমস্ত আধিকারিকবৃন্দ ও অন্যতম প্যানেল বিচারক ডাঃ সন্দীপন ধরকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। এরপরে গ্যালডারমা ইন্টারন্যাশানাল এর তরফ থেকে স্বাস্থ্য ভাবনা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক তথা প্রজক্ট লিডারের হাতে পুরস্কার ও শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয় প্রেক্ষাগৃহ ভর্তি দেশ বিদেশ থেকে আগত বিশিষ্ট চিকিৎসকের উপস্থিতিতে।